রাজনীতি, বিদেশ গমন ও রাষ্ট্রবিরোধী পোস্ট: সাময়িক বরখাস্ত নোবিপ্রবি কর্মকর্তা

আব্দুল্লাহ আল তৌহিদ, কন্ট্রিবিউটিং রিপোর্টার, নোবিপ্রবি

প্রকাশিত: ১০:০৯, ১ আগস্ট ২০২৫; আপডেট: ১০:১০, ১ আগস্ট ২০২৫

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান ভূঁইয়া ওরফে সম্রাটকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, অনুমতি ছাড়াই বিদেশ গমন, শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ আনা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই ২০২৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ তামজিদ হোসাইন চৌধুরীর স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়। একইসঙ্গে, কেন তাকে স্থায়ীভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না—তা আগামী ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, এর আগেও নোবিপ্রবি প্রশাসন থেকে ২৮ মে ২০২৫ তারিখে তাকে কারণ দর্শানোর একটি নোটিশ পাঠানো হয়। তার জবাবে তিনি নিজেকে একটি রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে উল্লেখ করেন, যা নোবিপ্রবি আইন, ২০০১-এর ধারা ৪৭(৫) অনুযায়ী সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তা রাজনৈতিক দলে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না।

এছাড়া, বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তিনি ২০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ব্যক্তিগত পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি (সরকারি আদেশ বা জিও) ব্যতীত বিদেশে গমন করেন। এই কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ২(চ) এর সরাসরি লঙ্ঘন। এখন পর্যন্ত তার দেশে ফেরার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী মন্তব্য ও পোস্ট করে যাচ্ছেন, যা জাতীয় ঐক্য ও সম্প্রীতির পরিপন্থী। এই কর্মকাণ্ড নোবিপ্রবি আইন, ২০০১-এর ধারা ৪৭(৮), সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা বিধিমালা, ২০18-এর বিধি ২(খ), ৩(খ), ৩(গ) এবং ২০১৯ সালের সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ধারার ২(ক) ও ২(খ)-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

এসব বিষয়ে জানার জন্য অভিযুক্ত সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ০৬ মে ২০২৫ হতে তিনি কর্মস্থলে অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত রয়েছেন। ফলে, নোবিপ্রবি কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার পাশাপাশি, কেন তাকে স্থায়ীভাবে চাকরি থেকে অপসারণ করা হবে না—তা লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সজিব